স্ত্রী 'কালো' তাই বালিশ চাপা দিয়ে খুনের অভিযোগ

নিজস্ব সংবাদতাতা, বর্ধমান ঃ উভয়ই পছন্দ করে দীর্ঘদিন প্রেম করে বিয়ে করেছিলেন। কিন্তু বিয়ের দু'মাসের মধ্যেই খুন হতে হল স্ত্রীকে। অভিযোগ, বালিশ চাপা দিয়ে শ্বাসরুদ্ধ করে স্ত্রীকে খুন করেছে স্বামী। এই অভিযোগে কালনা থানার পুলিশ স্বামীকে গ্রেফতার করেছে। ঘটনাটি ঘটেছে মঙ্গলবার বর্ধমানের কালনা শহরের ইস্কুল পাড়ায়। মৃতা ওই গৃহবধূর বাপের বাড়ির লোকজনের তরফ থেকে কালনা থানায় লিখিত অভিযোগ করা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। সেই অভিযোগের ভিত্তিতেই পুলিশ মৃতার স্বামীকে গ্রেফতার করেছে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃত স্বামীর নাম অরিজিৎ দাস। ধৃত অরিজিৎকে কালনা মহকুমা আদালতে তোলা হলে বিচারক ধৃতকে জেল হেফাজতের নির্দেশ দেন। জানা গিয়েছে, স্বামী অরিজিৎ দাসের বাড়ির কাছাকাছি অবস্থিত সুনন্দার বাড়ি। দীর্ঘদিন ধরেই দু'জনের মধ্যে প্রেম ও ভালোবাসা গড়ে উঠেছিল। শেষমেষ উভয়ের পছন্দতেই তাঁরা বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন। কিন্তু বিয়ের দু'মাসের মধ্যেই সুনন্দার গায়ের রং কালো এই অজুহাতে তাঁদের সম্পর্কে চিড় ধরে। এই নিয়ে তাঁদের মধ্যে অশান্তি শুরু হয়। উভয়ের বাড়ির লোকেদের মধ্যে এই বিষয়টিকে নিয়ে অশান্তি চলতে থাকে। বিষয়টি সুনন্দা পরিবারের লোকেদের জানিয়েছিলেন। কিন্তু পরিবর্তন হয়নি অরিজিতের। সোমবার এই নিয়ে সুনন্দার সঙ্গে অরিজিতের অশান্তি চরম আকার নেয়। মঙ্গলবার ভোরে ঘরের মধ্যে সুনন্দাকে মৃত অবস্থায় দেখতে পান এলাকার মানুষজন। ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পুলিশ গিয়ে সুনন্দার মৃতদেহ উদ্ধার করে থানায় নিয়ে যায়। এদিনই মৃতদেহ ময়নাতদন্ত করা হয়। মৃতের পরিবারের লোকজনের অভিযোগ, আমাদের মেয়ে কালো হওয়া সত্ত্বেও অরিজিৎ সব জেনেশুনেই আমার মেয়েকে বিয়ে করেছিল। বিয়ের পর থেকেই আমাদের মেয়ের উপর মানসিক ও শারীরিক অত্যাচার শুরু করে অরিজিৎ ও তার পরিবারের লোকেরা। অশান্তির জেরে সুনন্দাকে রাতের অন্ধকারে খুন করা হয়েছে। আমরা অপরাধীদের চরম শাস্তির দাবি জানাচ্ছি। অন্যদিকে কালনা থানার পুলিশ জানিয়েছে, মেয়ের বাড়ির তরফ থেকে একটি খুনের অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। সেই অভিযোগের ভিত্তিতেই অরিজিৎকে গ্রেফতার করে তদন্ত শুরু করা হয়েছে।

আজ থেকে শুরু ইন্দাস বইমেলা

নিজস্ব সংবাদতাতা, ইন্দাস ঃ আজ থেকে শুরু হচ্ছে বাঁকুড়া জেলার ঐতিহ্যবাহী শহর ইন্দাসে দ্বিতীয় বর্ষ বইমেলা। এই বইমেলা চলবে ৪ মার্চ পর্যন্ত। বইমেলা কমিটির সভাপতি তথা স্থানীয় পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি ফরিদা খাতুন, সদস্য সচিব সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক সুচেতনা দাশ জানান, এবছর বইমেলার উদ্বোধন করবেন বাংলাদেশ উপ দূতাবাসের প্রধান বি এম জামাল হোসেন। এছাড়াও উপস্থিত থাকার কথা আনন্দ পুরস্কার প্রাপ্ত কবি সুধীর দত্ত, ভাষা আন্দোলনের পুরোধা ব্যক্তিত্ব ড. ইমানুল হক, রাজ্যর পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দফতরের রাষ্ট্রমন্ত্রী শ্যামল সাঁতরা, সভাধিপতি অরূপ চক্রবর্তী, সাংসদ সৌমিত্র খাঁ, জেলাশাসক মৌমিতা গোদারা, জেলা আরক্ষাধিকারিক সুখেন্দু হিরা, বিষ্ণুপুর মহকুমাশাসক ও স্থানীয় বিধায়ক প্রমুখ। কলকাতার ৩০টি প্রকাশনা সংস্থা সহ স্থানীয় লেখকদের বইয়েরও স্টল থাকবে। প্রতিদিন আলোচনাসভা, কবি সম্মেলন ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হবে। মালদার গম্ভীরা, শিশু বাউল, নদীয়ার জীবন্ত স্ট্যাচু প্রদর্শিত হবে। সঙ্গীতশিল্পী অরুন্ধতি চৌধুরী, মনোময় ভট্টাচার্য, সুচিস্মিতা, দেবারতি সোম, শিবাজী চট্টোপাধ্যায়, স্বপন সোমড়া প্রমুখ সঙ্গীত পরিবেশন করবেন। ইন্দাস বইমেলা কমিটির পক্ষ থেকে এই প্রসঙ্গে প্রণব হাজরা বলেন, এই বইমেলার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে মানুষের কাছে বইয়ের সম্ভার মেলে ধরা যাতে তাঁরা পছন্দসই বই কিনতে পারেন। পথসভা ও ট্যাবলো করে এই বইমেলার প্রচার চালানো হচ্ছে।

হুগলি জেলায় তৃণমূলের প্রয়োজন তপন দাশগুপ্ত ও শান্তনু বন্দ্যোপাধ্যায়ের মধ্যে সুন্দর বোঝাপড়া

দেবাংশু চক্রবর্তী

আসন্ন পঞ্চায়েত নির্বাচনে এরাজ্যে বিশেষ করে হুগলি জেলায় হয়তো লড়াই হতে চলেছে তৃণমূল কংগ্রেসের সঙ্গে তৃণমূল কংগ্রেসের। শুনতে আশ্চর্য লাগলেও এটাই বাস্তব। তৃণমূলের 'মাদার' ও 'যুব' দুই সহোদর ভাই হলেও তাদের মধ্যে সম্পর্ক খানিকটা দুর্যধন আর যুধিষ্ঠিরের মতো। কোনও পক্ষই ছেড়ে দেওয়ার পাত্র নয়। জেলায় মাদারের সাংগঠনিক দায়িত্ব সামলাচ্ছেন তপন দাশগুপ্ত। তিনি মন্ত্রী এবং পোড়খাওয়া রাজনীতিবিদ। অন্যদিকে যুব'র দায়িত্ব সামলাচ্ছেন শান্তনু ব্যানার্জী। তাঁর নামের পাশে বেশি বিশেষণ না বসিয়ে বরং বলা ভালো, তিনি অভিষেক-ঘনিষ্ঠ। ১৯৯৮ সাল বা তারও আগে থেকে বামবিরোধী প্রধান শক্তি হিসাবে সমানে সমানে টক্কর দিয়েছিলেন যেসব আদি তৃণমূল নেতারা তাঁদের মধ্যে দাপুটে নেতা হিসাবে সর্বাগ্রে রয়েছেন তপন দাশগুপ্ত, এব্যাপারে কোনও সন্দেহ নেই। আদিরা অনেকেই দলের সুসময়ে পাত্তা পাচ্ছেন না ঠিকই, কিন্তু খোদ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অতি প্রিয় 'দামাল' ছেলে তপন দাশগুপ্ত নিজের করিশ্মায় আজও জেলায় সাফল্যের সঙ্গে মাদার সংগঠনকে টেনে নিয়ে চলেছেন। শুধু তাই নয়, জনসংযোগের দিক দিয়ে তাঁর জনপ্রিয়তা নিঃসন্দেহে ঈর্ষার। অনেক রাজনীতি হয়েছে, তাঁকে টলানো যায়নি। জেলার একাধিক জায়গায় গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের পরেও তাঁর আসনকে নিয়ে টানাটানি করে নামানো যায়নি তাঁকে। অপরদিকে নতুন প্রচারের আলোয় আসা শান্তনু ব্যানার্জী জেলায় এক সমান্তরাল শক্তি হিসাবে যুবকে প্রতিষ্ঠিত করতে সচেষ্ট হয়েছেন। তিনি এখন মমতা ও অভিষেক দু'জনের কাছেই এক পরিচিত ও ভরসার মুখ হয়ে উঠেছেন। কিন্তু তাঁর কাছে ধীরে চলো নীতি অপছন্দের। তাই নানান সুপারিশে এবং দলের মূল স্রোতে পাত্তা না পেয়ে যুব'র হাত ধরে ঢুকছে বহু বেনোজল। ছাঁকনি না থাকায় এই যুব সংগঠন ধীরে ধীরে যে বুমেরাং হয়েও উঠতে পারে এমন আশঙ্কা করছেন তৃণমূলের পোড়খাওয়া রাজনীতিবিদদেরই বৃহদাংশ। রাজনৈতিকমহলের একাংশের ধারণা, তৃণমূল যুব কংগ্রেসে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ পদে এমন বেশ কিছু নেতা প্রবেশ করছেন যাঁদের অতীত নিয়ে অনেকটাই প্রশ্ন চিহ্ন আছে। শুধু তাই নয়, দলের সংগঠনে বিগতদিনে প্রায় অনুপস্থিত নেতাদেরও দেখা যাচ্ছে যুব'র ব্যানার নিয়ে পথে নামতে। আসন্ন পঞ্চায়েত নির্বাচনের টিকিট বন্টন নিয়ে তাই আশঙ্কার মেঘ ঘনীভূত হচ্ছে দলের অন্দরেই। দলের সুপ্রিমো পর্যন্ত হয়তো সেই পরিস্থিতির আঁচ পৌঁছাচ্ছে না। কিন্তু সাধারণ মানুষ প্রত্যক্ষ করছেন প্রতিনিয়ত মাদার ও যুব'র লড়াই। বিরোধীরা নখে নখ ঘষছেন। আর পুলিশ প্রশাসনের অবস্থা হয়েছে 'ঘর রাখি না কুল রাখি' অবস্থা। এমতাবস্থায় যুব'র অভিভাবকের প্রয়োজন হয়ে দাঁড়িয়েছে। আসলে সমান্তরাল সংগঠনের ভালোটা মন্দটাও থেকে যাচ্ছে যুবদের হাতেই। হুগলি জেলার তাই বিভিন্ন প্রান্তে দ্বন্দ্ব ও সংঘাতে জড়িয়ে পড়ছেন তাঁরা। নির্দিষ্ট কর্মসূচী রেখে মাদারের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রেখে চললে আখেড়ে যে তাঁদেরই লাভ হবে সেটা বুঝতে দেরি করে ফেলছেন বেশ কিছু যুবনেতা। এখন দরকার জেলায় তপন দাশগুপ্ত ও শান্তনু বন্দ্যোপাধ্যায়ের মধ্যে একটা সুন্দর বোঝাপড়া। নাহলে ক্ষমতা প্রদর্শন করতে গিয়ে দলটা ক্ষতিগ্রস্ত হবে। সেক্ষেত্রে ক্ষতিটা হবে সেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়েরই। আর তিনি না থাকলে মুকুলই হোন বা ববি-পার্থ-সুব্রত কিম্বা অভিষেক সবাইে যে 'খর শো' হয়ে যাবেন তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

প্রচারের প্রধান হাতিয়ার হবে উন্নয়ন ঃ দেবু টুডু

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান ঃ সম্প্রতি বর্ধমানের কালনা মহকুমার অন্তর্গত হাট কালনা গ্রাম পঞ্চায়েতে তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে এক প্রকাশ্য জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। এই জনসভায় উপস্থিত তৃণমূল কংগ্রেস নেতৃত্বের দাবি যে, আগামী পঞ্চায়েত নির্বাচনে সরকারের বিভিন্ন প্রকল্পের উন্নয়নই হবে প্রধান হাতিয়ার। সেই সাথে এখনো পর্যন্ত যে সমস্ত মানুষের কাছে সরকারি প্রকল্পের সুযোগ-সুবিধা পৌঁছায়নি, তাঁদের সাথে কথা বলে তাড়াতাড়ি তাঁদের পাশে দাঁড়াতে হবে। এই কথাগুলি বলেন, পূর্ব বর্ধমান জেলা পরিষদের সভাধিপতি দেবু টুডু। দেবু টুডু আরো বলেন যে, সরকারের উন্নয়নের প্রধান হাতিয়ার আমাদের জয়ের লক্ষ্যে সফলতা এনে দেবে। বিগত দিনে বামেদের সরকার থেকে শুরু করে কংগ্রেসের সরকারও উন্নয়নের নজির সৃষ্টি করতে পারেনি, যা কিনা তৃণমূলের সরকার গত ছয় বছরে ব্যাপক উন্নয়নমুখী কাজ করে দেখিয়েছে। রাস্তাঘাট থেকে শুরু করে পর্যাপ্ত পানীয় জল, আলোর ব্যবস্থা, কিষাণ মান্ডি, আইটিআই কলেজ প্রভৃতি কাজ করেছে আমাদের সরকার। তাই বিরোধীরা কোনোভাবেই সরকারের কোনো রকম অভিযোগ না পেয়ে শুধুমাত্র মানুষকে ভাগ করার চক্রান্তে নেমেছে। আমরা কোনভাবেই ওই সমস্ত অপপ্রচার এবং অপবাদ মেনে নেব না। মানুষকে সাথে নিয়েই আমাদের প্রচারের লক্ষ্য হবে উন্নয়ন। আজ রাজ্যজুড়ে শান্তি বিরাজ করছে। যাঁর নেতৃত্বে রয়েছেন স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বিদ্যালয়ের পরিকাঠামো থেকে শুরু করে কন্যাশ্রী আজ বিশ্বসেরা। তাই মানুষ আমাদের সাথেই আছেন, এই দাবি করেছেন দেবু টুডু। তিনি তৃণমূলের কর্মী সমর্থকদের কাছে নির্দেশিকা জারি করেছেন যে, কোনও ভাবেই কাজ না করে বসে থাকা যাবে না। সকলকে একসঙ্গে ভোট যুদ্ধে নেমে পড়ার আহ্বান জানানো হয়েছে। বিরোধীদের এক ইঞ্চিও জমি দেওয়া যাবে না বলে জানিয়ে দিয়েছেন তিনি।

জনবহুল রাস্তায় ছিনতাই ১ লক্ষ ৮০ হাজার

নিজস্ব সংবাদদাতা, বাঁকুড়া ঃ জনবহুল রাস্তায় দিনের বেলায় হাত থেকে টাকার ব্যাগ ছিনতাই করে পালিয়ে চায় দুই দুষ্কৃতী। জানা গেছে, ব্যাগে ছিল ১ লক্ষ ৮০ হাজার টাকা। প্রকাশ্য রাস্তায় এমনই ঘটনা ঘটল বাঁকুড়ার খাতরা শহরের জনবহুল দাসের মোড় সংলগ্ন রঞ্জিনী তলায়। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। নিরাপত্তার দাবিতে সরব হয়ে উঠেছেন এলাকাবাসীরা। মঙ্গলবার সকালে খাতরা থানায় এমনই একটি অভিযোগ জানিয়েছেন গৌরাঙ্গ মাহাতো নামে খাতরা থানা এলাকার দাতারামপুর গ্রামের এক বাসিন্দা। এই প্রসঙ্গে গৌরাঙ্গবাবু বলেন, খাতরা শহরের এক ব্যবসায়ী তাঁর প্রয়োজনে বেশ কিছু টাকা ধার নিয়েছিলেন। সোমবার দুপুরে ওই ব্যবসায়ীর ম্যানেজার রাষ্ট্রায়ত্ব একটি ব্যাঙ্ক থেকে ১ লক্ষ ৮০ হাজার টাকা তুলে তাঁকে ফেরত দেন। এরপর মোটর সাইকেলে তাঁরা দোকানে ফিরে যান। সেখান থেকে টাকার ব্যাগ নিয়ে গৌরাঙ্গবাবু দাসের মোড়ের দিকে ফিরে যাচ্ছিলেন। সেই সময় দাসের মোড় থেকে কংসাবতীর দিকে যাওয়া একটি মোটরবাইকে দু'জন যুবক আচমকা ব্যাগটি ছিনিয়ে নিয়ে পালিয়ে যায়। তিনি বলেন, এই মোটর বাইকটি ব্যবসায়ীর দোকান পর্যন্ত তাঁদের ধাওয়া করে। কিন্তু কী উদ্দেশ্যে তারা পিছু নিয়েছিল তা তাঁরা বুঝতে পারেননি। পরে দোকানের সিসিটিভি দেখে তাঁরা বুঝতে পারেন। গৌরাঙ্গবাবুর কথায় জানা গিয়েছে, বাইকচালকের মাথায় ছিল হেলমেট। পিছনে বসেছিল অল্পবয়সী এক যুবক। কিন্তু তার মাথায় হেলমেট ছিল না। ওই যুবকই তাঁর হাতে থাকা টাকার ব্যাগটি ছিনিয়ে নেয়।

বিষ্ণুপুর আদালতে কর্মবিরতি আইনজীবীদের

নিজস্ব সংবাদদাতা, বিষ্ণুপুর ঃ নতুন বিল্ডিংয়ে আইনজীবীদের বসার জায়গা দেওয়ার দাবিতে আইনজীবীদের একাংশ বিষ্ণুপুর মহকুমা আদালতে মঙ্গলবার থেকে কর্মবিরতি শুরু করলেন। তাঁদের অভিযোগ, কয়েকদিন আগেই বিষ্ণুপুর মহকুমা আদালত নতুন বিল্ডিংয়ে স্থানান্তরিত হয়েছে, কিন্তু সেখানে আইনজীবীদের বসার কোনও জায়গা রাখা হয়নি। বার এ্যাসোসিয়েশনের কার্যালয়টিও বেশকিছুটা দূরে হওয়ায় আদালতে মামলা উঠলেও মক্কেলদের সঙ্গে যোগাযোগের জন্য সময়মতো এজলাশে পৌঁছানো সম্ভব হচ্ছে না। বিষয়টি নিয়ে মহকুমাশাসক থেকে শুরু করে জেলার জজসাহেব সহ অন্যান্যদের জানানো হয়েছে। কিন্তু আজ পর্যন্ত তার কোনও উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। বিষ্ণুপুরের মহকুমাশাসক ময়ূরী ভাসু অবশ্য এবিষয়ে কোনও মন্তব্য করতে চাননি। এপ্রসঙ্গে বিষ্ণুপুর বার এ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি রবিদুলাল ঘোষ বলেন, যতদিন না আদালতের নতুন বিল্ডিংয়ে আইনজীবীদের বসার জন্য ব্যবস্থা করা হচ্ছে ততদিন আমাদের কর্মবিরতি চলবে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বিষ্ণুপুর মহকুমা আদালতের পুরনো বিল্ডিং চত্বরে বার এ্যাসোসিয়েশনের রুম রয়েছে। সেখানেই পাঁচিলের গায়ে তৈরি টিনের চালার নিচে আইনজীবীরা বসেন। কেউ কেউ বটগাছের নিচে চেয়ার টেবিল পেতে বসেন। সেখান থেকে পুরনো বিল্ডিংয়ের বিচার কক্ষগুলি কাছে হওয়ায় আইনজীবীরা সময়মতো বিচার করতে গিয়ে তাঁদের মক্কেলদের হয়ে সওয়াল করতে পারছিলেন। পরবর্তীকালে পুরনো কোর্ট থেকে কিছুটা দূরে নতুন ঝাঁ চকচকে বিল্ডিং তৈরি হয়। কয়েকমাস আগে বিচারকক্ষগুলি সেখানে সরানো হয়েছে। কিন্তু সেখানে আইনজীবীদের বসার কোনও জায়গা না থাকায় তাঁরা এখনও পুরনো আস্তানাতেই বসতে বাধ্য হচ্ছেন। ফলে অসুবিধা হচ্ছে। তাই তাঁরা নতুন বিল্ডিংয়ে বসার বার বার আবেদন জানিয়েছেন। কিন্তু আজ পর্যন্ত তার কোনও উদ্যোগ নেওয়া হয়নি বলে অভিযোগ। তাই মঙ্গলবার থেকে তাঁরা একজোট হয়ে কর্মবিরতির ডাক দিয়েছেন।

শিশুর মৃত্যু

নিজস্ব সংবাদদাতা, পুরুলিয়া ঃ ট্রেলারের ধাক্কায় মর্মান্তিকভাবে মারা গেল এক শিশু। ঘটনাটি ঘটেছে পুরুলিয়া শহরের ভাটবাঁধ এলাকায়। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃতের নাম অভিষেক বোস। বয়স পাঁচ বছর। তার বাড়ি পুরুলিয়ার মফস্বল থানার চাঁদমারিডাঙ্গা এলাকার। এদিন মায়ের সঙ্গে বাইরে বেরিয়ে ছিল ওই শিশু। হঠাৎ মায়ের হাত ছেড়ে সে রাস্তা পার হতে গেলে একটি ট্রেলার তাকে ধাক্কা মারে। স্থানীয়রা সঙ্গে সঙ্গে তাকে উদ্ধার করে পুরলিয়া সদর হাসপাতালে নিয়ে যান। কিন্তু তার গুরুতর আঘাত লাগায় চিকিৎসকরা বাঁকুড়া মেডিক্যাল কলেজে স্থানান্তরিত করে ওই শিশুটিকে। তড়িঘড়ি তাকে স্থানান্তরিত করা হলে পথেই মারা যায় ওই শিশুটি। ঘাতক ট্রেলারের চালক ঘটনার পর পালিয়ে গেলেও পুলিশ গাড়িটিকে আটক করেছে।

একশো দিনের প্রকল্পে কাজ করার ২২মাস পরেও টাকা না পেয়ে স্থানীয় বাঁকুড়ার ছিড়বাঁধ বিডিও অফিসে বিক্ষোভ দেখালেন আদিবাসীরা। নিজস্ব চিত্র

বাজারে অতিরিক্ত খুচরো, সমস্যায় জর্জরিত ক্রেতা-বিক্রেতারা

রামকমল রক্ষিত, ইন্দাস ঃ ইদানিং প্রায় একবছর যাবৎ বাজারে অত্যাধিক খুচরো কয়েন এসে যাওয়ায় ক্রেতা ও বিক্রেতাদের উভয়কেই বেশ সমস্যায় পড়তে হচ্ছে। কেন না, জিনিস কেনা-বেচায় ক্রেতা-বিক্রেতারা উভয়েই বেশি খুচরো পয়সা নিতে চাইছেন না। যদিও সরকার ঘোষিত না হলেও, বাজারে এখন ৫০ পয়সা প্রায় অচল হয়ে পড়েছে। ৫০ পয়সা এখন আর চালু নেই। আবার কিছুদিন আগে ছোট্ট সাইজের ১ টাকার কয়েন বাজারে এসেছিল, কিন্তু সেই ১ টাকার কয়েনও কেউ কেউ নিতে চাইছেন না। ওই ছোট ১ টাকার কয়েন অবশ্য এখন আর লেনদেনের ক্ষেত্রে দেখা যায় না। সরকার থেকে যে ১০ টাকার কয়েন বাজারে ছাড়া হয়েছিল, সেই ১০ টাকার কয়েনগুলিও গুজবের বশবর্তী হয়ে কিছুদিন আগেও অনেকে নিতে রাজি হচ্ছিলেন না। এখন অবশ্য ১০ টাকার কয়েনগুলি নিতে আর কেউ অস্বীকার করছেন না। ক্রেতা এবং বিক্রেতাদের মধ্যে লেনদেন চলছে। কিন্তু এখন সমস্যা হল একসঙ্গে অধিক পরিমাণে খুচরো কয়েন ক্রেতা-বিক্রেতারা নিতে রাজি হচ্ছেন না। শোনা যাচ্ছে, ব্যাঙ্কও নাকি অধিক পরিমাণে খুচরো কয়েন নিতে চাইছে না। এর ফলে প্রত্যেক মানুষকেই অসুবিধার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, কয়েকবছর আগে এই খুচরো পয়সা নিয়েই বেশ অসুবিধায় পড়তে হয়েছিল সমস্ত ব্যবসায়ী-সহ সাধারণ মানুষকেই। তবে সেই সময় খুচরো পয়সার একটা আকাল দেখা দিয়েছিল। বাজারে খুচরো কয়েন বা পয়সার এত অভাব দেখা দিয়েছিল যে, ক্রেতারা বাজার থেকে জিনিস ক্রয় করতে পারেননি খুচরো পয়সার অভাবে। অনুরূপভাবে বিক্রেতারাও খুচরো পয়সার অভাবে অনেকসময় খরিদ্দারদের জিনিস দিতে পারেননি। কিন্তু এখন হয়েছে উলটোপুরাণ। এখন বাজারে এত খুচরো পয়সা এসে গেছে যে, মানুষ এখন ক্রেতা বা বিক্রেতা যেই হন না কেন বেশি পরিমাণে খুচরো পয়সা নিতে অনীহা প্রকাশ করছেন। এমন চিত্রটা এখন এই রাজ্যের প্রায় সর্বত্রই লক্ষ্য করা যাচ্ছে। বাঁকুড়ার পাত্রসায়ের থানার রসুলপুর গ্রামে বাঁকুড়া-বর্ধমান বাসরুটের উপর রসুলপুর বাসস্ট্যান্ডের মোড়ে হাবুল রহমান নামে এক হোলসেলার কাগজ বিক্রেতা জানালেন, রোডের ধারে তিনি বিভিন্ন শ্রেণির দৈনিক সংবাদপত্র বিক্রয় করেন। দৈনিক সংবাদপত্রগুলি ৩-৪ টাকা করে দাম। সংবাদপাঠকেরা বেশিরভাগই খুচরো পয়সা দিয়েই সংবাদপত্র কিনে নিয়ে যান। তার ফলে তাঁর দোকানে প্রচুর খুচরো পয়সা জমা হয়ে যায়। কিন্তু সেই খুচরো পয়সাগুলি মহাজনেরা নিতে চান না। আবার ব্যাঙ্কও এত খুচরো পয়সা নিতে অস্বীকার করছে। প্রতিদিন তাঁর কাগজ বিক্রি করে ৫০০-৬০০ টাকার খুচরো জমা হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু ওই খুচরো পয়সাগুলি যদি কেউ না নিতে চান তাহলে ব্যবসাটা চালাবো কী করে! এতে বেশ সমস্যায় পড়েছি। হাবলুর মতো এমন অনেক ব্যবসায়ী বা দোকানদার একই সমস্যায় ভুগছেন। কিন্তু কোনও উপায় দেখতে পাচ্ছেন না।

বাঁকুড়ায় সাঁওতালদের ধিক্কার মিছিল

নিজস্ব সংবাদদাতা, বাঁকুড়া ঃ দক্ষিণ দিনাজপুরের কুশমুণ্ডি ব্লকের দেহবন গ্রামের আদিবাসী সাঁওতালী মহিলার উপর হামলা ও গণ ধর্ষণের প্রতিবাদে অল আদিবাসী সাঁওতাল স্টুডেন্টস্ এ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে মঙ্গলবার একটি ধিক্কার মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। কাঠজুড়ি ডাঙ্গা থেকে এই প্রতিবাদী মিছিল শুরু হয়। মিছিলটি কলেজ মোড়, মাচানতলা ঘুরে ভৈরব স্থান হয়ে আবার কাঠজুড়ি ডাঙ্গায় ফিরে আসে। এই মিছিলকে ঘিরে ব্যাপক উদ্দীপনা লক্ষ্য করা যায়। এই মিছিল থেকে হামলাকারীদের চিহ্নিত করে ফাঁসি দেওয়ার দাবি জানানো হয়।

OUR SPECIALITY
সুচিকিৎসাই আসলকথা...
APEXX
আরামবাগ অ্যাপেক্স ডায়াগনস্টিক এণ্ড হেল্থ কেয়ার প্রাইভেট লিমিটেড
১। ডায়াগনস্টিক বিভাগ
২। বিশেষজ্ঞ ডাক্তারবাবুর চেম্বার
৩। ঔষধ দোকান
৪। শল্য চিকিৎসা বিভাগ
৫। জরুরী চিকিৎসা বিভাগ
৬। নার্সিং হোম
পি.সি.সেন মার্কেট দ্বিতল, লিঙ্ক রোড, আরামবাগ, হুগলী, পঃবঃ ৭১২৬০১
Ph. 03211-255867/256867
Mob. 9093965838
e-mail :abgapex@gmail.com
abgapexx@rediffmail.com
আরামবাগ